ইতিহাস অনুসন্ধান

৩৫

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ

Itihas Anusandhan - 35

Collection of Essays presented at the 36th Annual Conference of Paschimbanga Itihas Samsad held at Brahmananda Keshab Chandra College, Kolkata, West Bengal

PEER-REVIEWED VOLUME

ISBN : 978-81-956544-1-3

প্রথম প্রকাশ
পশ্চিম মেদিনীপুর, ১১ মার্চ, ২০২২

কপিরাইট
পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ

প্রকাশক
আশীষ কুমার দাস
সম্পাদক
পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ
১, উডবার্ন পার্ক, কলকাতা ৭০০ ০২০
(০৩৩) ৪০৭৪ ৯৪৭২

বর্ণ সংস্থাপনা ও মুদ্রণ
এস পি কমিউনিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৩১বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

ব্যঙ্গ-চিত্রকথায় বিশ শতকের আধুনিক বঙ্গ-নারী —**দেবযানী বিশ্বাস** ৮৪৪

বাঙালি মুসলিম নারী শিক্ষার উন্নতিকল্পে মহামাডান শিক্ষা কমিটি : সুপারিশের প্রয়োগ ও মুসলিম নারী শিক্ষার অগ্রগতি (১৯১৫-১৯৩০) —**আবুল কালাম আলি** ৮৫৪

স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গে নারী কল্যাণমূলক ধর্মীয়-সামাজিক আন্দোলন : স্বামী অদ্বৈতানন্দ ও প্রণব কন্যা সঙ্ঘ —**বাবলু মল্লিক** ৮৬৬

সংঘ পরিবার ও নারী —**সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়** ৮৭৫

আধুনিক ভারত : বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ

বিদেশী প্রযুক্তি ও দেশীয় উদ্যোগ: প্রসঙ্গ ঔপনিবেশিক বাংলার এনামেল শিল্প —**অরূপ মিত্র** ৮৮৩

নেহরু ও বিজ্ঞান : খনিজ শিল্পের প্রেক্ষাপটে —**সুজিত রাজবংশী** ৮৯১

ইন্দিরা গান্ধীর পরিবেশ ভাবনা : একটি মূল্যায়ন —**মাল্যবান চট্টোপাধ্যায়** ৯০৫

বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও সংগঠন : প্রসঙ্গ মুর্শিদাবাদ জিলা বিজ্ঞান পরিষদ (১৯৭০-১৯৮৫) —**শুভেন্দু বিশ্বাস** ৯১৬

ঔপনিবেশিক আমলে ২৪-পরগনা জেলার বন্যা ও জনজীবন (১৮২৩-১৯০৭) —**সুজন সরকার** ৯২৭
বিষ্ণুপদ দাস স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবন্ধ

মিউনিসিপ্যালিটির জল সরবরাহ ও বর্ধমান শহরে 'পৌর নাগরিকতা' নির্মাণ —**মালিনী সিদ্ধান্ত** ৯৩৯

হাওয়াবদল, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ও আদিবাসী উন্নয়ন : কর্মাটাঁড়ে বিদ্যাসাগর, ১৮৭৩-১৮৯১ —**সুমন মুখার্জী** ৯৪৬
ইন্দ্রাণী রায় স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবন্ধ

মানভূম— পুরুলিয়া জেলায় কুষ্ঠ রোগীদের বিভিন্ন গ্রামের উদ্ভব : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা —**রাজর্ষি চক্রবর্তী, জয়ন্ত মাজিগোপ** ৯৫৩

জলপাইগুড়ি জেলার বাগিচাকুলিদের স্বাস্থ্যের পর্যালোচনা (১৯১০-১৯২৯) —**সেখ আলি আব্বাস মামুদ** ৯৬০

ডাক্তার নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তাঁর 'লৌহসার' —**নূরমহম্মদ সেখ** ৯৬৯

ভারত বহির্ভূত অন্যান্য দেশ

পূর্ব-বাংলায় নারী জাগরণে *বেগম পত্রিকা*-র ভূমিকা (১৯৪৭-১৯৭১) —**মোছা. রূপালী খাতুন** ৯৭৭

বঙ্গবন্ধুর উপর পাকিস্তানি গোয়েন্দার নজরদারি : প্রকৃতি ও প্রবণতা —**সুনীল কান্তি দে** ৯৮৪

বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও সংগঠন : প্রসঙ্গ মুর্শিদাবাদ জিলা বিজ্ঞান পরিষদ (১৯৭০-১৯৮৫)

শুভেন্দু বিশ্বাস*

বিজ্ঞানের অগ্রগতি সভ্যতাকে উত্তরোত্তর এগিয়ে নিয়ে চলেছে। বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে মানুষের পক্ষে এক পাও চলা, যেমন সম্ভব নয়; ঠিক তেমনি সামাজিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ তৈরির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। সমাজকে বিজ্ঞানমুখী ও বিজ্ঞানকে সমাজমুখী করে তোলার জন্য ১৯৭০-এর দশকে বিকাশ ঘটেছে বিজ্ঞান আন্দোলনের। বিজ্ঞান আন্দোলন তিনটি ধারা নিয়ে কাজ করে— বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ, বিজ্ঞান মনস্কতার বিকাশ ঘটানো এবং বিজ্ঞানকে সর্বসাধারণের জন্য প্রয়োগ করার প্রয়াস করা। মুর্শিদাবাদ জেলার প্রথম বিজ্ঞানের সংগঠন 'মুর্শিদাবাদ জিলা বিজ্ঞান পরিষদ' প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয়করণের প্রয়াস করতে থাকে। আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধে ১৯৭০ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত এই বিজ্ঞান সংগঠনটি কীভাবে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের কাজ করেছিল তার ইতিহাস তুলে ধরার প্রয়াস করা হবে।

বিজ্ঞান আন্দোলনকে পাথেয় করে বিজ্ঞনমনস্ক সমাজ তৈরির কাজ মোটেও সহজ ছিল না। দীর্ঘদিন ধরে সমাজে যে অনাচার, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস তার শিকড় বিস্তার করে বসে রয়েছে, তা দূর করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকর্মীদের বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এই বাধা দূর করার ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষ আলাদাভাবে কাজ করার পরিবর্তে সংগঠিতভাবে করলে, হয়তো সেই কাজ কিছুটা সহজ হয়। একার পক্ষে যে কাজটি করা কঠিন, অনেক সংখ্যক মানুষ মিলিতভাবে সেই কাজ করলে তা কিছুটা সহজ হয় বৈকি। যেমন— ১৯৪৮ সালে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ'।[১] সাংগঠনিক রূপ দানের মাধ্যমে তিনি বিজ্ঞানকে সর্বসাধারণের কাছে জনপ্রিয় করার প্রয়াস নেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় বিজ্ঞান আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে ১৯৪৬ সাল থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে বিজ্ঞান প্রদর্শনী আয়োজিত হয়ে চলেছিল।[২] এই বিজ্ঞান প্রদর্শনী প্রত্যেক বছর কলেজে ধারাবাহিকভাবে হত। তার উল্লেখ কৃষ্ণনাথ কলেজ সেন্টেনারী ভলিউমে রয়েছে।[৩] বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের

* এম.ফিল গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়